জাহান্নাম থেকে মুক্তি
প্রদানকারী আমল

জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমল

(সবে ক্বদরের সুন্নাতে ভরা বয়ান)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (অর্থাৎ- আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِائَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَ ةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَائَةً مِّنَ النَّار" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে এ ব্যক্তি কপটতা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ- আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদের সাথে রাখবে।" (মুজাম আওসাত, মান ইসমুহু মুহাম্মদ, ২৫২/৫, হাদীস- ৭২৩৫)

ওহ্ সালামাত রাহা কেয়ামত মে,
পড়লিয়ে জিছনে দিলছে চার সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব।

www.dawateislami.net

✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً" অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! লাইলাতুল ক্বদর অত্যন্ত বরকতময় রাত। সেটাকে লাইলাতুল ক্বদর এজন্য বলা হয়, এতে সারা বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ রেজিষ্টারগুলোতে আগামী বছর সংগঠিত হবে এমন বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করে নেন। যেমন- তাফসীরে সাবী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৩৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে: اَیْ اِظْهَارُ هَاتِیْ دَوَاوِیْنِ الْمَلَاءِ الْاَعْلٰی **অর্থ:** "তাকদীরের বিষয়াবলীকে নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের রেজিষ্টারে প্রকাশ করে দেয়া হয়।" তাছাড়া আরো অনেক মর্যাদা এ মোবারক রাতের রয়েছে। প্রসিদ্ধ মুফাসসির মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বর্ণনা করেন: "এ রাতকে লাইলাতুর ক্বদর কয়েক কারণে বলা হয়: (১) এতে আগামী বছরের ভালমন্দ নির্ধারিত করে ফেরেশতাদের হাতে অর্পন করা হয়। ক্বদর মানে তাকদীর (নির্ধারণ করণ) অথবা ক্বদর মানে সম্মান অর্থাৎ সম্মানিত রাত। (২) এতে ক্বদর বা সম্মানিত কুরআন নাযিল হয়েছে। (৩) যে ইবাদত এ রাতে করা হয়, তাতে মর্যাদা রয়েছে। (৪) ক্বদর অর্থ সংকীর্ণতা, অর্থাৎ ফেরেশতা এ রাতে এতো বেশি পরিমাণে আসে যে, পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যায়, জায়গা সংকুলান হয়না। এ সব কারণে সেটাকে শবে ক্বদর অর্থাৎ সম্মানিত রাত বলে। **(মাওয়াইযে নঈমিয়া, ৬২ পৃষ্ঠা)**

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি এ রাতে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, তার সারা জীবনের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০১৪)

জাহান্নামের ভয়ানক স্ফুলিঙ্গ/ উত্তাল

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "জাহান্নামে লেজানে ওয়ালা আমাল" এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: (বর্ণিত আছে একবার) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সয়্যিদুনা কাবুল আহাবার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে আরয করল: হে কাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ! আমাকে ভয়প্রদর্শনকারী কিছু বিষয় শুনান। তখন হযরত সায়্যিদুনা কাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আপনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কিয়ামতের দিন ৭০ সজ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর আমল নিয়েও আসেন তখন কিয়ামতের অবস্থা দেখে সেগুলোকে তুচ্ছ মনে করবেন।

www.dawateislami.net

এর উপর আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঝুকিয়ে রাখলেন যখন একটু শান্ত হরেন তখন ইরশাদ করলেন: হে কাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আরো শুনান। তখন তিনি আরয করলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন যদি জাহান্নাম থেকে বলদ/ মহিষের নাক পরিমাণ অংশ পূর্বে খুলে দেয়া হয় তবে পশ্চিমে অবস্থিত ব্যক্তির/ লোকের মস্তিস্ক সেটির গরমের কারণে সিদ্ধ হয়ে বয়ে যাবে। এতে/ এটা শুনে আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কিচুক্ষণের জন্য মাথা ঝুকালেন অতঃপর যখন শান্ত/ স্বভাবিক হলেন তখন ইরশাদ করলেন: হে কাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আরো কিছু শুনান। তখন তিনি পূনরায় আরয করলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! কিয়ামতের দিন জাহান্নাম এভাবে উত্তেজিত হতে থাকবে যে, কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা প্রেরীত নবী রাসূল এমন থাকবে না যিনি হাটুর উপর ভর দিয়ে এটা বলবেনা যে: نَفْسِیْ! نَفْسِیْ! رَبِّ! (অর্থাৎ- হে মালিক! আজ আমি তোমার নিকট নিজের ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কিচু চাইনা।) হযরত সায়্যিদুনা কাবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরো বলেন: যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন আল্লাহ্ তাআলা শুরু ও শেষের সবাইকে একটি টিলায় জমা করবেন, অতঃপর তখন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে কাতার বন্দী করবে। এরপর আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করবেন: হে জিব্রাইল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ السَّلَام! জাহান্নামকে নিয়ে এসো। তখন হযরত জিব্রাইল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ السَّلَام জাহান্নামকে এভাবে নিয়ে আসবেন যে, সেটির ৭০ হাজার লাগামকে টেনে আনা হবে। অতঃপর যখন জাহান্নাম সৃষ্টি থেকে ১০০ বছরের রাস্তার সমপরিমাণ পৌছাবে তখন সেটাতে এমন মারাত্মক উত্তাল সৃস্টি হবে যে, যার কারণে সৃষ্টিকুলের অন্তর ভীত হয়ে যাবে। অতঃপর পূনরায় যখন উত্তাল সৃস্টি হবে তখন সকল নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং প্রেরীত নবীগণ হাটুর উপর ভর দিয় পড়ে যাবে, অতঃপর যখন তৃতীয়বার উত্তাল সৃষ্টি হবে তখন লোকদেগর অন্তর কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছে যাবে এবং বিবেক সমূহ ঘাবড়িয়ে যাবে। এমনকি হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ السَّلَام আরয করবে: আমি তোমার বন্ধু হওয়ার সদকায় শুধুই নিজের জন্য প্রার্থনা করছি। হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ السَّلَام আরয করবে: হে মালিক! আমি নিজের মুনাজাতের/ সাক্ষাতের সদকায় শুধু নিজের জন্য প্রার্থনা করছি। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ السَّلَام আরয করবে:

www.dawateislami.net

হে মালিক! তুমি আমাকে যে মান সম্মান প্রদান করেছ, এটির সদকায় আমি শুধু নিজের জন্য প্রার্থনা করছি। ঐ মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا জন্যও প্রার্থনা করছি যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

বরোজে কিয়ামতে হো আয়ছি ইনায়াত, রহো পুলসিরাত পে সাবিত কদম ইয়া ইলাহী!
জ্বালাদে না নারে জাহান্নাম করম হো, পায়ে বাদশাহে উমাম ইয়া ইলাহী!
মুঝে নারে দোযখ ছে ডর লাগ রাহা হে, হো মুঝ নাতাওয়া পর করম ইয়া ইলাহী!
জু নারায তো হো গেয়া তো কহি কা, রহোগু না তেরী কসম ইয়া ইলাহী!
সদ কে লিয়ে হো জা রাযী খোদাইয়া, হামেশা হো লুতফো করম ইয়া ইলাহী!
গুনাহো ছে ভরপুর নামাহে মেরা, মুঝে বখশ দে কর করম ইয়া ইলাহী!

اَللّٰھُمَّ اَجِرۡنِیۡ مِنَ النَّارِ o

হে আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও,

یَا مُجِیۡرُ یَا مُجِیۡرُ یَا مُجِیۡرُ o

হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা,

بِرَحۡمَتِكَ یَآ اَرۡحَمَ الرّٰحِمِیۡنَ o

তোমার দয়ায় আমাদের উপর দয়া কর, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কিয়ামতের দিন যখন জাহান্নামকে আনা হবে তখন কেমন প্রাণ হরণকারী দৃশ্য হবে! একটু কল্পনা করুন! এ সময় সূর্য চার হাজার বছরের রাস্তা সম্পপরিমান দূরত্বে রয়েছে আর পৃথিবীর দিকে এটির পিঠ রয়েছে, কিয়ামতের দিন সূর্য শুধু এক মাইল উপরে থাকবে আর এটির মুখ পৃথিবীর দিকে হবে। মগজ টগবগ করতে থাকবে আর এটির আধিক্যের কারণে এমন ঘাম বের হবে যে ৭০ গজ যমীনে যাবে। অতঃপর যে ঘাম যমীন পান করতে পারবেনা তা উপরে উঠতে থাকবে কারো গিরা পর্যন্ত, কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত কারো, বুক পর্যন্ত, কারো গলা পর্যন্ত, আর কাফিরের মুখ পর্যন্ত উঠে লাগামের মত বেধে ফেরবে। যাতে দে ডুব খেতে থাকবে।

www.dawateislami.net

এ গরম অবস্থায় পিপাসার যে অবস্থা হবে তা বর্ণনা করার মত নয়। জিহ্বা সমূহ শুকিয়ে কাটা হয়ে যাবে। অনেকের জিহ্বা সমূহ মুখ থেকে বাহিরে বের হয়ে আসবে। হৃদপিণ্ড বের হয়ে গলায় এসে যাবে। প্রত্যেক লিপ্ত ব্যক্তি তার গুনাহ পরিমাণ মুসিবতের লিপ্ত করা হবে। অতঃপর ঐ সকর বিপদ সত্ত্বেও কেউ কারো অবস্থা জিজ্ঞাসা করবেনা। ভাই ভাই থেকে পলায়ন করবে, মা-বাবা ছেলে থেকে পলায়ন করে জান বাঁচাবে। প্রত্যেক আপন আপন বিপদে গ্রেফতার, কে কার সাহায্যকরী হবে। (গীবত কি তাবাহকারীয়াহ, ১৫৭ পৃষ্ঠা) এসব বিপদ সমূহ কি কম হবে যে এই তিক্ত সময়ে জাহান্নামকেও নেয়া হেব যে, এটির উত্তাল থেকে সৃষ্টিকুলের অন্তর ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে যাবে। নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ السَّلَام পর্যন্ত এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং প্রত্যেকে নিরাপত্তা চাইবে।

দরদে ছর হো ইযা বুখার আয়ে তড়প জাহা হো,
ম্যায় জাহান্নাম কি সাজা কেইছে সহো গা ইয়া রব!
গরতু নারায হুয়া মেরী হালাকাত হোগী,
হায় মে নারে জাহান্নাম মে জ্বলোঁগা ইয়া রব!
আফও কর আওর সদা কে লিয়ে রাযী হো জায়ে,
গর করম কর দে তো জান্নাত মে রহোঁগা ইয়া রব!
ইজন ছে তেরে সরে হাশর কহে কাশ! হুযুর,
সাথা আত্তার কো জান্নাত মে, রাখোঁগা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার হো বা বদকার প্রত্যেককে জাহান্নামের উপর নির্মিত পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। যেমন-

প্রত্যেক জাহান্নাম উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে

১৬তম পারা সূরা মরিয়মের ৭১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۚ﴿۷۱﴾	**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবেনা। (১১৯) আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয়।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; পুলসিরাতের সফর ১৫০০০ হাজার রাস্তা। অর্থাৎ ১৫ হাজার বছরের মধ্যে একটি তীব্র গতি সম্পন্ন পুলসিরাত চুল থেকে বেশি চিকন এবং তলোয়ার থেকে ধারালো এবং সেটা পুলসিরাতের পিঠের উপর নির্মিত। এর উপর (সহজে) সেই অতিক্রম করতে পারবে যে আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে/ জন্য দূর্বল ও হালকা পাতলা হয়ে যাবে। **(আল বদুরুস সাফেরা, ৩৩৪ পৃষ্ঠা। পুলসিরাতের ভয়াবহতা, ৭ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাহান্নামের আগুন যেহেতু অন্ধকার হবে। এজন্য পুলসিরাত অন্ধকারে ডুবন্ত হবে। যার পা পিছলে যাবে সে জাহান্নামের অন্ধকার উপত্যকায় পতিত হতে থাকবে। এটি অতিক্রম করার জন্য দুনিয়াবী শক্তিশালী, মজবুত, সুঠাম দেহের যুকব ও বাহাদুর চালু ও দ্রুতগাতি সম্পন্ন হওয়া, ক্যারাটেকাজ এবং বীর হওয়া প্রয়োজন নেই বরং হযরত সায়্যিদুনা ফুযুইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী মোতাবেক আল্লাহ্ তাআলার ভয়ের কারণে দূর্বল, ক্ষীণ ও ভীত সন্ত্রস্থ থাকা ব্যক্তি পুলসিরাত সহজভাবে পার হয়ে যাবে। এজন্য সর্বদা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকুন। আর জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যে বান্দা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, জাহান্নাম বলে: হে রব! সে আমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে, তুমি তাকে পানাহ দাও।"

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬১৬৪। বাহারে শরীয়াত, ১৬৩/১)

মে রহমত, মাগফিরাত দোযখ ছে আজাদী কা সুওযালী হো,
মাহে রযমান কে সদকে মে ফরমা দে করম মাওলা।
বরাত দে আযাবে কবর ছে নারে জাহান্নাম ছে,
মাহে শাবান কে সদকে মে রক ফযল ও করম মাওলা।
তু বদ রেহনা রাযী নেহী হে তাব নারাযী,
তু নাখোশ জিছ ছে হো বরবাদ হে তেরী কসম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

اَللّٰھُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ ؀

হে আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও,

یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ ؀

হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা,

بِرَحْمَتِكَ یَآاَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ؀

তোমার দয়ায় আমাদের উপর দয়া কর, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী

صَلُّوْاعَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কুরআনে পাকে বিভিন্ন জায়গায় জাহান্নামীদের প্রদত্ত আযাবের আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- ১৫ পারার সূরা কাহাফের ২৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِیْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنْ یَّسْتَغِیْثُوْا یُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾	**<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>:** নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য ঐ আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার দেয়াল সমূহ তাদেরকে পরিবেষ্ট করে নেবে এবং যদি পানির জন্য ফরিয়াদ করে তবে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে ঐ পানি দ্বারা, যা গলিত ধাতুর ন্যায় যে, তার মুখমণ্ডল ভুলে ফেলবে। কতই নিকৃষ্ট পানীয় এবং দোযখ কতই নিকৃষ্ট অবস্থানের জায়গা!

আর ১৭ পারার সূরা হজ্বের ১৯ থেকে ২২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِیْمُ ﴿ۚ۱۹﴾ یُصْهَرُ بِهٖ مَا فِیْ بُطُوْنِهِمْ وَ	**<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>:** সুতরাং যারা কাফির হয়েছেতাদের জন্য আগুনের কাপড় কর্তন করা হয়েছে এবং তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। (১৯) যা দ্বারা বিগলিত হবে যা কিছু তাদের উদরে থাকে এবং তাদের

الْجُلُوْدُ ﴿۲۰﴾ وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِیْدٍ ﴿۲۱﴾ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِیْدُوْا فِیْهَا ۫ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِیْقِ ﴿۲۲﴾	চর্ম সমূহ। (২০) এবং তাদের জন্য লোহার মুদ্গর রয়েছে। (২১) যখন যন্ত্রনার কারণে তা থেকে বের হতে চাইবে তখন তাতে আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং নির্দেশ হবে আস্বাদ করো আগুনের শাস্তি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! জাহান্নামীদের সাথে কিরূপ শিক্ষণীয় আচরণ করা হবে এবং জাহান্নামে তাদেরকে কেমন কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের আক্বা ও মাওলা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অধিকহারে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, বাবু মা ইয়াসতা আবু মিনহু ফিস সালাত, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৩। বাহারে শরীয়াত, ১৬৩/১)

মনে রাখবেন! দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ। (সহীহ মুসলিম, কিতাব সিফাতুল জান্নাতী ও সিফাতু নায়িমাহা ওয়া আহলুহা, বাব ফি শিদ্দাতে হারের জাহান্নাম, ১৫২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৪৩। বাহারে শরীয়াত, ১৬৪/১) জাহান্নামের আগুন হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জলিত করা হয়েছে, ফলে তা লাল হয়ে গেছে। পূনরায় হাজার বছর দগ্ধ করা হয়েছে, ফলে তা সাদা হয়ে গেছে। পূনরায় ১০০০ বছর দগ্ধ করা হয়েছে ফলে তা কালো হয়ে গেছে। অতএব তা এখন খুবই কালো।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফাতু জাহান্নাম, ৪র্থ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬০০০। বাহারে শরীয়াত, ১৬৪/১)

জিবরাঈলের ভাষায় জাহান্নামের হৃদয়-বিদারক কাহিনী

আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের শাস্তি কেউ সহ্য করতে পারবে না। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাফেজ আবুল কাসিম সোলায়মান তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃতি দিচ্ছেন: একবার **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, জনাব আহমদে মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام এসে আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যিনি **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাঠিয়েছেন সত্য নবী হিসেবে, সেই মহান সত্তার কসম, জাহান্নামকে যদি একটি সুঁইয়ের তাগার ছিদ্র পরিমাণ খুলে দেওয়া হয়, তাহলে সমগ্র দুনিয়াবাসী সেই তাপে ধ্বংস হয়ে

www.dawateislami.net

যাবে। জাহান্নামিদের একটি কাপড় যদি জমিন এবং আসমানের মাঝখানে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়ার সকল জীব মারা যাবে। **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই সত্তার কসম যিনি **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত ফেরেশতাদের একজনও যদি দুনিয়াবাসীদের সামনে প্রকাশিত হয়, তাহলে তার ভয়ে সকল দুনিয়াবাসী মারা যাবে। সেই মহান সত্তার কসম যিনি **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্য রাসুল করে পাঠিয়েছেন! জাহান্নামের শিকলের একটি মাত্র কড়া যার কথা কুরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিকে যদি দুনিয়ার পাহাড়গুলোর উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে সেগুলো চুরমার হয়ে যাবে এবং তাহ্তাছ ছরা (সাত স্তর জমিনের নিচে) গিয়ে পৌছবে। **ছরকারে দো আলম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! থাম! এতটুকুই যথেষ্ট, আর বলো না, কখনো যেন এমন না হয় আমার অন্তর ফেঁটে যায়, আর আমি ওফাত পেয়ে যাই। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর দিকে তাকালেন, তিনিও কান্না করছেন। ইরশাদ করলেন: হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! তুমি কেন কান্না করছ? **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট তো তোমার একটি সুনির্দিষ্ট মর্যাদা রয়েছে। তিনি আরজ করলেন: **হে আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কেন কান্না করব না, কখনো যদি এমন হয়ে যায় যে, **আল্লাহ্ তা'আলার** ইলমে আমার বর্তমান অবস্থান যা আছে, আমার অবস্থা যদি তার বিপরীত হয়ে যায়, ইবলিশের মত আমাকেও যদি পরীক্ষায় ফেলা হয়। কখনো হারূত-মারূতের মত আমাকেও যদি অগ্নিপরীক্ষার শিকার হতে হয়! বর্ণনাকারী বলেন: **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও কান্না করতে আরম্ভ করে দিলেন, হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ও কান্না করতে লাগলেন। উভয়ে কান্না করতে লাগলেন। শেষে আওয়াজ এল, হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! **হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনারা উভয়কেই **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর অবাধ্যতা থেকে মুক্ত করে নিয়েছেন। সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আসমানের দিকে চলে গেলেন। **মদীনার তাজেদার, শাহে বাহ্রু বার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ নিলেন। তিনি কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাঁরা হাসি-তামাশায় মগ্ন ছিলেন।

www.dawateislami.net

বললেন: তোমরা হাসছ আর এদিকে তোমাদের পিছনে জাহান্নাম রয়েছে! যদি তোমরা এটা জানতে যা আমি জানি তাহলে হাসতে কম আর কান্না করতে বেশি, আর তোমরা খাওয়া ও পানকরা ছেড়ে দিতে, আর পাহাড়ের দিকে বের হয়ে যেতে, আর খুব কষ্ট করে **আল্লাহ্ তা'আলা**র ইবাদত করতে। আওয়াজ এল: হে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করবেন না, আমি আপনাকে সুসংবাদ দাতা রূপেই প্রেরণ করেছি, আর হৃদয়কে আতঙ্কিত করে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করি নি। অতএব **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা **আল্লাহ্ তা'আলা**র রাস্তায় অটল থাকো (অর্থাৎ সোজা রাস্তায় চলো) এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। (আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৮৩)

২৬ পারার সূরা মুহাম্মদ ১৫নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿۱۵﴾	**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ি-ভুড়িকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

যার সব চেয়ে কমস্তরের আযাব হবে, তাকে জাহান্নামের আগুনোর জুতা পরিধান করানো হবে। যার কারণে তার মগজ এমন ভাবে সিদ্ধ হতে থাকবে যেমন তামার পাত্রে পানি সিদ্ধ হয়, সে মনে করবে সবচেয়ে বেশি আযাব তাকে দেয়া হচ্ছে। অথচ তার উপর সবচেয়ে কম আযাব হচ্ছে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৩৬৪, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১২। বাহারে শরীয়াত, ১৬৪/১)

ম্যায় মুজরিম হো জাহান্নাম মে আগর পেকা গেয়া মুঝ কো,
হালাকাত হোগী হায়! কিয়া করোগা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
লাপক কর আগ কে শুরে লেপটে হোগে বরবাদী,
করম কর দো ইয়ে সব কেইছে সহোগা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
জু তুম চাহোগী তো হোংগী মেরী সব মুশকিলে আসান,
ওয়াগরনা নার মে ম্যে জা পড়োংগা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
তোমারা হো গোলাম আর হে গোলামী পর মুঝে তো নায,
করম ছে সাথে জান্নাত মে চলোংগা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

www.dawateislami.net

اَللّٰھُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّار o

হে আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও,

یَا مُجِیْرُ یَا مُجِیْرُ یَا مُجِیْرُ o

হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা,

بِرَحْمَتِكَ یَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ o

তোমার দয়ায় আমাদের উপর দয়া কর, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَی اللّٰہ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জাহান্নামের ভয়ে অস্থির থাকুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন যে দুনিয়াবী আগুন সহ্য করার কারো ক্ষমতা নেই তো জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য করার শুধু এটা নয় বরং ঐ আগুন ছাড়াও মারত্মক আযাব সমূহ রয়েছে। এজন্য নিরাপত্তা এরই মধ্যে যে, জাহান্নামের ভয়াবহতা, পুরসিরাতের আপদ এবং আখিরাতে আগত মারাত্মক অবস্থা সর্বদা চোখের সামনে রেখে সেগুলো থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করুন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন গাযালী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যে দুনিয়াতে থাকাবস্থায় কিয়ামতের ব্যাপারে বেশি চিন্তা ভাবনা করবে সে ঐ ভয়াবহতা থেকে বেশি নিরাপদ থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা বানআদর উপর দুটি ভয় একত্র করেন না। এজন্য যে দুনিয়াতে ঐ ভয়াবহতা ভয় রাখবে সে আখিরাতে এগুলো থেকে নিরাপদ থাকবে এবং ভয়ের দ্বারা মেয়ের মত কান্নাকাটি করা উদ্দেশ্য নয় যে, চোখে অশ্রু গড়াবে এবং শুনার সময় অন্তর নরম হয়ে যাবে এরপর তোমরা ঐগুলো ভুলে গিয়ে খেলাধুলায় ব্যাস্ত হয়ে যাবে। এ অবস্থার সাথে ভয়ের কোন সম্পর্ক নেই। বরং যে ব্যক্তি যে জিনিসকে ভয় করে ঐ জিনিস থেকে পলায়ন করে এবং যে জিনিসের আশা রাখে ঐ চাই। এজন্য তোমাদেরকে ঐ ভয় মুক্তি প্রদান করবে, যা আল্লাহ্

www.dawateislami.net

তাআলার নাফরমানী থেকে বিরত রাখে এবং তার ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে। (ইহ্ইয়াউল উলুল)

তাওবা করে নাও এখনো সময় আছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ভয় এমনি হওয়া চাই, যা আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির ভয়ে ছোট বড় গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু উদ্দীপনার মধ্যে এসে বিনয়ী ভাবে কান্না করা ও তাওবা করা যদি একনিষ্ঠতার ভিত্তিতে হয় তো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অবশ্যই রঙ্গিন হয়ে যাবে এবং সাথে সথে এটাও মনমানসীকতা তৈরী করতে হবে, আমি আমার গুনাহ ভরা জীবনকে নেকীর বাহারে পরিপূর্ণ্য করার চেষ্টা করব اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। কন্তি শয়তান আমাদেরকে কখনো কখনো নিজের এই নেক ইচ্ছার উপর প্রতীষ্টাত থাকতে দিবেনা, আর এভাবে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে পরামর্শ দিবে যে উদ্দীপনার সিদ্বান্ত ভাল হয়না ধীরে ধীরে নিজের সংশোধন কর। একদম মৌলভী হয়ে যেয়োনা। হাতো হাত সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করা উচিত নয়। বস্ ধীরে ধীরে চেষ্টা অব্যাহত রাখ। এখনোত পুরো জীবন পড়ে রয়েছে। এখনো তোমার বয়স কত এখনো বিয়েও হয়নি, বিয়ের পর দাঁড়ি লম্বা করিও, বরং হজ্বে চলে যাও এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দাঁড়ি রেখে আসিও যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে তো ইমামা সাজিয়ো ইত্যাদি ইত্যাদি।

(পুরসিলাতের ভয়াবহতা, ৩৬ পৃষ্ঠা)

স্মরণ রাখুন! এগুলো সব শয়তানী খেয়াল, অবশেষে ধ্বংস ধীরে ধীরে সংশোধনের মনমানসিকতা তৈরী রাখাটা ক্ষতিই। এতে যেখানেই গুনাহ বাড়বে তাতে এই কথার কোন গ্যারান্টি নেই, হয় আমাদের তাওবা করার সুযোগ হবে কি হবেনা? কেননা, মৃত্যু শুধুমাত্র বুড়ো, ক্যান্সার বা হার্টের রোগীদের আসবে এমনটি নয়। প্রতিদিন না জানি কত শক্তিশালী যুবকের দূর্ঘটনার স্বীকার হয়ে হঠাৎ মৃত্যুর ঘাঠে পৌঁছে যাচ্ছে। এই জন্য পূর্বেই মৃত্যুর পাকার চাঞ্চল্যকর আওয়াজ শুনা যায় এবং এই প্রতিধ্বনিত হয়, যা এর ইন্তেকালে হয়ে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি গোসলকারীকে ডেকে আনে, অতঃপর গোসলকারী কাঠ নিয়ে চলে আসল, কাফন

www.dawateislami.net

পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপর অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে। এই সকল কর্মকাণ্ড হওয়ার পূর্বেই তাড়াতাড়ি আজিই তাওবা করে নিন।

বড়ি কৌশিশ কি গুনাহ ছোটনে কি, রহে আহ! না কাম ইয়া ইলাহি!
মুঝে ছাচ্ছি তাওবা কি তাওফিক দে দে, পায়ে তাজেদারে হারম ইয়া ইরাহি!

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ○

হে আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও,

يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ○

হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা,

بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ○

তোমার দয়ায় আমাদের উপর দয়া কর, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহ ছাড় আর আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি কর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে চাই এবং জান্নাতের আজীবন নেয়ামতের হকদার হওয়ার ইচ্ছাকারী তো আমাদের প্রত্যেক ধরণের গুনাহ উদাহরণস্বরূপ- নামায বর্জন করা, দাঁড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্টি থেকে কম রাখা, বাবা-মাকে কষ্ট দানকারী, মহিলাদের বেপার্দায় বাজারে ঘুরানো, সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা ও বাজানো, হারাম অর্থ উপার্জন, সুদ ব্যবসায় অংশ গ্রহণ, খারাপ গালি, গীবত, চুগলী, দোষক্রটির মধ্যে মুখ চালানো এবং বে নামাযী ও ফ্যাশন পূজারী বন্ধুদের সংস্পর্শে বসা ও বসানো থেকে দূরে থাকতে হবে। স্মরণ রাখুন! যে গুনাহ থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় পদ্ধতি এটাও যে আমরা কিয়ামতের দিন গুনাহর কারণে অপমান অপদস্ত হওয়ার কথা স্মরণ রেখে আল্লাহ্ তাআলার ভয়ও অন্তরে ধারণ করা উচিত। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার ভয় এমন একটি ঔষধ যেটার মাধ্যমে গুনাহর রোগের চিকিৎসা সম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত এই মহান

নেয়ামত অর্জন হবেনা। ততক্ষণ পর্যন্ত গুনাহর প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর প্রতি ভালবাসা সম্ভব নয়। আসুন অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়ের বাতি জ্বালানোর জন্য আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্নার ফযীলতের তিনটি হাদীস শরীফ শুনুন।

(১) "দুই চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা, এক ঐ চোখ যা রাতের কোন এক সময় আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে কান্না করে, দ্বিতীয় ঐ চোখ যা আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় পাহারা দিয়ে রাত অতিবাহিত করে।" **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল যিহাদ, বাবু মাজা ফি ফদলিল হরছ, ৩য় খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৪৫)**

জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমলঃ

(২) এক ব্যক্তি আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কিসের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচা সম্ভব? তো রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমার চোখের অশ্রুর মাধ্যমে। কেননা, যে চোখ আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে কাঁদে, তাকে জাহান্নামর আগুন স্পর্শ করবেনা।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, কিতাবুত তাওবা ওয়ায যুহদ, আত্ তারগীব ফিল বকায়ে মিন খশয়াতিল্লাহ্, ৯ম খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৮। জান্নাত মে লেজানে ওয়ালে আমাল, ৭০৪ পৃষ্ঠা)**

(৩) "তিন ব্যক্তির চোখ জাহান্নাম দেখবেনা: এক ঐ চোখ যেটা আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় পাহারা দিয়েছে। দ্বিতীয় ঐ চোখ যা আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে কাঁদে। আর তৃতীয় ঐ চোখ যা আল্লাহ্ তাআরা পক্ষ থেকে হারাম কৃত বস্তুর দিকে দেখা থেকে থেমে যায়।" **(আল মুজামুল কবীর, মুসনদে বাহজাবিন হাকীম, ১৯ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০০৩)**

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "হে লোকেরা তোমরা কান্না করো। যদি তোমাদের কান্না না আসে তো কান্নার চেষ্টা করে কান্না কর, জাহান্নাম জাহান্নামের মধ্যে কান্না করবে। এমনকি তার অক্র চেহেরায় এমনিভাবে বইবে, এমনকি সে সাতার কাটছে, শেষ পর্যন্ত তার অশ্রু শেষ হয়ে যাবে, তারপর তার রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। আর তার রক্ত এমনিভাবে প্রবাহিত এত বেশি প্রবাহিত হয়ে

www.dawateislami.net

যদি তাতে নৌকা চালানো হয় তো সেটা চলবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৪১৯৬। মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস নং- ৪১৩৪। মুজমাউল যাওয়ায়েদ, ১০ খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা। আল মুতালিবুল আলীয়া, হাদীস নং- ৪৬৭৩)

মেরী আশক বেহতে রহে কাশ হার দম
তেরী খওফ ছে ইয়া খোদা! ইয়া ইলাহি!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমানদের সম্মান রক্ষাকারী হোন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়েকে স্থান দেওয়ার সাথে সাথে জান্নাতে নিয়ে যওয়ার আমল সময়হ হতে এক আমল হল কোন মুসলমানের ইজ্জত ও সম্মানকে রক্ষা করা। এই কারণে যদি আপনার সামনে কোন ব্যক্তি কোন ইসলামী ভাইয়ের দোষ-ত্রুটির আলোচনা তার উপস্থিতীতে বা তার অগোচরে করতে শুরু করে এবং শুনার ক্ষেত্রে যদি শরীয়াত উপযোগী না হয়, তো তাড়াতাড়ি মুসলমানের সম্মানকে বিনয়ীভাবে আখেরাতের সাওয়াব অর্জনের ব্যবস্থা করবেন। তাজেদারে রিসালাত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার সম্মান রক্ষা করে, তবে আল্লাহ্ তাআলার দায়িত্ব যে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার।" (মত্তছুআতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুস ছামত ওয়া আদাতুল লিছান, বাবু জব্বুল মুসলিম আন আরদ্বি আখিহি, ৭ম খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪১)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করল, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন একজন ফেরেস্তা পাঠাবেন যে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।" (মত্তছুআতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, বাবু জম্মুল গীবাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৫)

স্মরণ রাখুন! মুসলমানে গীবতকারীকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য থাকলে বাধা দেওয়া ওয়াজীব, বাদা দেওয়া অনেক সাওয়াব আর বাধা না দিলে কষ্টদায়ক শস্তি রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী শুনুন:

www.dawateislami.net

(১) "যার সামনে কোন মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হচ্ছে এবং যদি সে তাকে সাহায্যের সামার্থবান হয় এবং সাহায্য করে, তো আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করবে। আর যদি শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে সাহায্য করেনি, তো আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে পাকড়াও করবেন।"

(মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক, ১০ম খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৪২৬)

(২) "যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের মাংস থেকে তার গীবত থেকে বাধা দেয়, অর্থাৎ মুসলমাননের গীবত চলমান ছিল, সে বাধা দিল, তো আল্লাহ্ তাআলার হক হচ্ছে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া।"

(মিশকাতুল মাছাবীহ, ৩য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৯৮১। গীবত কি তাবাহকারীয়াহ, ২১৩ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ ○

হে আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও,

يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ ○

হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা,

بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ○

তোমার দয়ায় আমাদের উপর দয়া কর, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গীবত চুগলখোরী শুনিও না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাও এই মনমানসিকতা তৈরী করুন যে, যেই কোন মুসলমানের খারাপ আলোচনা করে, তাড়াতাড়ি সতর্ক হয়ে যান এবং গভীর চিন্তা করুন, যদি ঐ আলোচনা গীবতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা গবিতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তো তাড়াতাড়ি সেটা থেকে ফিরে যান। আর যদি কোন ব্যক্তি এই আলোচনা করে তো তাকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে তা থেকে থামিয়ে দিন। আর যদি সে সেখান থেকে ফিরে না আসে তো সেখান তেকে উঠে যান। যদি তাকে বাধা দেওয়া বা সেখান থেকে আপনার উঠে যাওয়া সম্ভব না হয়, তো তা অন্তরে খারাপ

জানবেন। কথার মাধ্যমে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দিন। ঐ আলোচনায় মনের প্রশান্তি নিবেন না। উদাহরণ স্বরূপ এ দিক সেদিক দেখতে থাকুন। মুখে অসন্তুষ্টির চিহ্ন নিয়ে আসুন। বার বার ঘড়ি দেখে ব্যাস্ততা প্রকাশ করুন। আর সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই সেখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠে যান। (গীবত কি তাবাহ কারিয়াহ, ২১৪ পৃষ্ঠা)

আখলাক হো আচ্ছা মেরা কিরদার হো ছুতরাহ।
মাহবুব কি সদকে মে মুঝে নেক বানাদে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অন্যকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যের গীবত করা ও শুনার অভ্যাস থেকে মুক্ত হোন এবং নিজেকে জাহান্নামের ইন্ধন থেকে রক্ষা করুন, আফসোস! শত আফসোস! মুসলমানদের অধিন সংখ্যক লোক এই সময় গীবতের ভয়ানক বিপদে জড়িয়ে আছে এটার মূল কারণ গীবত সম্পর্কে না জানা এক সংখ্যক তো এমনি যারা গীবতের সংজ্ঞাও জানেনা। এই জন্য গীবত সম্পর্কে জানার জন্য শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "গীবত কি তাবাহকারিয়াহ" পাঠ করে নিন। অনেক উপকার হবে। এই কিতাবের মধ্যে গীবতের সংজ্ঞা এই প্রসেঙ্গে কোরআনের আয়াত, হাদীস শরীফ, বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী ও অবস্থা ও গীবতের ব্যাপারে ঘটনা, গীবতের উদাহরণ এবং সেটার হুকুম, গীবত জায়েয ও নাজায়েয হওয়ার দিক সমূহ, গীবত করার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি হওয়ার সাথে সাথে অসংখ্য মাদানী ফুলের সুগন্ধ ছড়াচ্ছেন। অবশ্যই এই কিতাবটি প্রত্যেক ঘরে ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন। এই জন্য আজি এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে ক্রয় করে নিন। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ ইলমে দ্বীনের এক বড় খজীনা হাতে আসবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবত প্রথম একটি বিপদ, এটা থেকে অনেক কম মুসলমান বেঁচে থাকে, আমাদেরকে গীবত এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচার অন্যকে বাঁচানোর এবং গুনাহগারদেরকে গুনাহের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যের বোঝা হালকা করার এক পদ্ধতি এটাই যে যতটুকুই হোক আমরা নিজের মুসলমান ভাইয়ের হক ক্ষমা করে দিব, এটার শিক্ষার দিতে গিয়ে রাসূলে বে মিছাল, সাহিবে জুদুনাওয়াল, হাবীবে রব্বে জুল জালাল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুব বেশি এই ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই কথার উপর বিনয়ী যে আবু জমজমের মত হবে। উনার আরয করলেন: আবু জমজম কে? ইরশাদ করলেন: পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে সকালে এটা বলে: হে আল্লাহ্! আমি আজকের দিনে আমার ইজ্জতকে ঐ ব্যক্তির উপর সদকা করলাম যে অন্যের উপর জুলুম করে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮০৮২)**

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উনার লিখিত রিসালা "রাগের চিকিৎসা" ৩২ পৃষ্ঠায় নকল করেন: কিয়ামতের দিন ঘোষনা করা হবে: যে যার প্রতিদান আল্লাহ্ তাআলার দায়িত্বে ছিল সে উঠ, আর জান্নাতে প্রবেশ কর। জিজ্ঞাসা করা হবে: কি জন্য এই প্রতিদান? সে বলবে: ঐ লোকদের জন্য যাদেরকে সে ক্ষমাকারী ছিল। তো হাজারো লোক দাঁড়িয়ে যাবে। আর বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(আল মুজামুল আউসাত লিত্ তাবারানী, ১ম খন্ড ৫৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯৯৮)**

আর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: "যে ব্যক্তি লোকদের কষ্ট দেওয়া থেকে ধৈর্যধারণ করল। আল্লাহ্ তাআলা তাকে জাহান্নাম ও তার ধোঁয়ার কষ্ট থেকে বাধা দিবে। আর জাহান্নামের একটা দরজা হল "بَابُ التَّشَفِّیْ" এটা দিয়ে সেই প্রবেশ করবে যে নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি। আর যে নিজের রাগকে দমন করল এবং নিজের হক আল্লাহ্ তাআলার জন্য ছেড়ে দিল, তো যখন সে পুলসিরাত পার হবে তো আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য ঐ দরজা বন্ধ করে দিবেন, আর আমল নামায় পরিবর্তন করে দিবেন এবং তার গুনাহ সমূহ তার আমল নামায় পরিবর্তন করে দিবেন আর আল্লাহ্ তাআলা কতইনা উত্তম ফয়সালাকারী।"

(কুররাতুল উয়ুন ওয়া মিদরাহুল কলবুল মুহজুন, ৩৯৬ পৃষ্ঠা। নেকীও কে জযায়ে আউর গুনাহহো কি ছাজায়ে, ৬৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নিজের হক ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্যে উপকারই উপকার, এই জন্য কারো পক্ষ থেকে যদি কোন মুসিবত আসে তো নিজের রাগকে দমন করে নিজের নফসের বিরোধিতা করে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ক্ষমা করে দেওয়ার অভ্যাস গড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মুসিবতগ্রস্থ ব্যক্তির শুধুমাত্র কবর আলোকিত হবে তা নয় বরং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে জান্নাতে আবাস মিলবে। স্মরণ রাখুন! নিজের হক কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং প্রতিশোধ নেওয়া ব্যতিত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের হক থেকে দূরে সরে থাকা আসলেই সাহসীকতার কাজ, অন্তরে প্রজ্জলিত প্রতিশোধের আগুন নিভানো কষ্ট হবে কিন্তু স্মরণ রাখুন! জাহান্নাম থেকে বাঁচা আর জান্নাত পাওয়া এত সহজ নয়। ছরকারে নামদার, দো'জাহানের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জাহান্নামকে কামভাব থেকে ঢেকে রাখা হয়েছে আর জন্নাতকে কষ্ট থেকে ঢেকে রাখা হয়েছে।"

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের শব্দ "জাহান্নাম কামভাব থেকে ঢেকে রাখা হয়েছে" এর ব্যাপারে বলেন: জাহান্নাম খুবই ভয়ানক, কিন্তু এর রাস্তার মধ্যে অনেক কৃত্রিম ফুল ও বাগান রয়েছে, দুনিয়ার গুনাহ খারাপ কাজ যা বাহ্যিকভাবে আনন্দদায়কের এইগুলো জাহান্নামের রাস্তা। আর জান্নাত ফুল সমূহের বাগান কিন্তু এর রাস্তা কাটায় ভরপুর যেটা অতিক্রম করা নফসের জন্য কঠিন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি জান্নাতেরই রাস্তা। ইবাদতের মধ্যে স্থায়িত্বতা আর কামভাব থেকে পৃথক হওয়া নফসের জন্য কষ্টের বস্তু। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা। আত্মহত্যার প্রতিকার, ২৭ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীসের পাক ও তার ব্যাখ্যা শুনার পর আমাদের প্রত্যেকের এই মনমানসিকতা তৈরী করা উচিত যে বেশি বেশি নেক আমল করব, আর প্রত্যেক ছোট বড় গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকব।

স্মরণ রাখুন! নেকী করার সময় কষ্ট ক্লেশ অবশ্যই অবশ্যই আসবে, কিন্তু এই কষ্ট আখিরাতে আমাদের বাঁচার সরঞ্জাম হবে, যখনি গুনাহ করার স্বাদ অনুভব

www.dawateislami.net

হয়। কিন্তু এই স্বাদ শেষ হওয়ার পর আমাদের জন্য আখিরাতে ফেঁশে যাওয়ার সরঞ্জাম তৈরী করা হচ্ছে। যে কোন নেক আমল তা আমাদের জন্য যতই কষ্টের হোক তা করে নেওয়া চাই। যখন আল্লাহ্ তাআলার রহমত তা করার জন্য আসে তো এটাও করাণ হয়ে যায় যে, কোন্ আমল উনার দরবারে কবুল হওয়ার জন্য তিনি তা গ্রহণ করে নেন। আর এটার কারণে উনার বান্দার উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আর তাকে হাজান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার সাথে সাথে জান্নাতের খুব সুন্দর সহল ও বাগান প্রদান করেন। এই ব্যাপারে এমন এক হাদীস শুনুন যেটাতে এমন কিচু সংখ্যক লোকের কথা উল্লেখ রয়েছে যারা কোন না কোন নেকীর কারণে আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ্ তাআলার রহমতের কুদরতি হাতে উনারা আবদ্ধ হয়ে গেলেন। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন ছুমরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; একবার হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। আজ রাতে আমি এক আশ্চার্য স্বপ্ন দেখল: যে এক ব্যাক্তির রূহ কবজ করার জন্য মালাকুল মউত عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ السَّلَام তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিন্তু তার মা বাবার অনুস্বরন উনার সামনে চলে আসল, আর সে বেঁচে গেল। এক ব্যক্তির কবর আযাবে ভরপুর হয়ে গেল, কিন্তু তার অযু তাকে বাঁচিয়ে দিল। এক ব্যক্তিকে শয়তান ঘিরে ধরল, কিন্তু আল্লাহ্র যিকির তাকে বাঁচিয়ে দিল। এক ব্যক্তিকে আযাবের ফেরেস্তারা ঘিরে ধরল, কিন্তু তাকে তার নামায বাঁচিয়ে দিল। এক ব্যক্তিকে দেখলাম পিপাসায় জিহ্বা বের হয়ে গেছে আর সে একটি হাউজ থেকে পানি পান করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বার বার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতটুকুর মধ্যে তার রোযা এসে গেল, আর তাকে পানি পূর্ণ করে দিল। এক ব্যক্তিকে দেখলাম তার সামনে পিছনে ডানে বামে উপরে নিচে, অন্ধকারই অন্ধকার আর সে ঐ অন্ধকারে ক্লান্ত ও পেরেশান, তো তার হজ্ব ও ওমরা এসে গেল এবং তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে পৌঁছে দিল। এক ব্যক্তির শরীর ও চেহারায় আগুন যাচ্ছিল আর সে তার হাত দিয়ে বাঁচতে চাচ্ছে, তো তার সদকা এসে গেল এবং তার সামনে ঢালস্বরূপ হয়ে গেল এবং তার মাথায় ছায়ারস্বরূপ হয়ে গেল। এক ব্যক্তিকে আযাবের ফেরেস্তারা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল, কিন্তু তার اَمْرٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

www.dawateislami.net

সৎকাজের আদশে আর অসৎকাজ থেকে বিরত তার সামনে এসে গেল আর তাকে বাঁচিয়ে নিল এবং রহমতের ফেরেস্তার নিকট পাঠিয়ে দিল। এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে হামাগুড়ি দিচ্ছিল, কিন্তু তার ও আল্লাহ্ তাআলার মধ্যখানে পর্দা রয়েছে। কিন্তু তার সৎ চরিত্র এসে গেল এবং তাকে বাঁচিয়ে নিল আর আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে নিল। এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং সে বৃক্ষের মত কাঁপতেছিল, কিন্তু তার আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ভাল ধারণা এসে গেল এবং তাকে বাঁচিয়ে দিল আর পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করল। এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর হেচড়িয়ে যাচ্ছিল এবং আমার উপর দরূদ পড়া তার সামনে এসে গেল এবং তাকে দাঁড় করিয়ে পুলসিরাত পার করিয়ে দিল। আমার উম্মতের এক ব্যক্তি জান্নাতের দরজার পাশে পৌঁছল, কিন্তু তা বন্ধ হয়ে গেল এবং তার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার স্বাক্ষী এসে গেল আর তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে গেল, আর সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" (আল কউলুল বদী, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

মে নে মানা কে ছব ছে বুরা হো, কিসকা হো? তেরা হো মে তেরা হো,
লাজ রহমত পে মুঝ কে বড়াহে, ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরী দোয়া হে।
আইবে দুনিয়া মে তুনে ছুপাইয়া, হাশর মে ভি না আব আচঁ আয়া,
আহ্! নামা মেরা খুর রাহা হে, ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরী দোয়া হে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّار ○

হে আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও,

یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ ○

হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা,

بِرَحْمَتِكَ یَآاَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ○

তোমার দয়ায় আমাদের উপর দয়া কর, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অনেক সময় ছোট ছোট নেক আমল জাহান্নাম থেকে বাঁচার আর জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এই জন্য আমারদের উচিত খুব বেশি থেকে বেশি নেক আমল করতে থাকা, আর যে ব্যক্তি নেক আজে ব্যস্ত সে সাবধান থাকবে যে কখনো যেন শয়তান এই কথা বলার ভরসা দিয়ে সফল হয়ে না যায় যে তুমি তো অনেক নেক আমল করে ফেলেছ এখন একটু থাম, তোমার এই নেকী সময়হ তোমার ক্ষমা পাওয়ার এবং তোমাকে জান্নাতের নেয়ামত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। যদি এই ধরণের কোন ধারণা মনে এসে থাকে তো তাড়াতাড়ি তা নিক্ষেপ করুন এবং আল্লাহ্ তাআলার গোপন রহস্যের ব্যাপারে সব সময় ভয়ে থাকুন। কেননা, কেউ জানে না যে, আল্লাহ্ কুদীর তার গোপন রহস্য কোথায় কি রেখেছেন। অনেকে তো এমন রয়েছে যে, সারা জীবন কুফরীর মধ্যে ছিল, আর মৃত্যুর সময় ঈমানের দৌলত সৌভাগ্য হয়েছে, আবার অনেকে সারা জীবন নেকীর মধ্যে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র পানাহ! ঈমান হারা হয়ে মারা গেছে।

খোদা ইয়া বুরে খাতেমে ছে বাচালে, গুনাহগার হে জাবাব ইয়া ইলাহি!

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সয়্যিদুনা আয়েশা ছিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; যখন আল্লাহ্ তাআলা কারো কল্যাণ করার ইচ্ছা করেন, তো তার মৃত্যুর পূর্বে একজন ফেরেস্তা নিয়োগ করে দেন, যে তাকে সঠিক পথে লাগিয়ে রাখেন। শেষ পর্যন্ত সে কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করেন। আর লোকেরা বলে অমুক লোক ভাল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। যখন এমন সৌভাগ্যবান নেককার মৃত্যুবরণ করে তো তার প্রাণ বের করার জন্য তাড়াতাড়ি করা হয়। ঐ সময় সে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করাটা পছন্দ করেন, আর আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে। যখন আল্লাহ্ তাআলা কারো অকল্যাণ করার ইচ্ছা করেন তো মৃত্যুর এক বছর পূর্বে একজন শয়তান নিয়োগ করে দেন। যে তাকে খারাপ কাজের দিকে পরিচালিত করে। শেষ পর্যন্ত সে তার খারাপ সময়ের মধ্যেই মারা যায় যখন তার কাছে মৃত্যু আসে তো তার জান

www.dawateislami.net

আটকানো থাকে, ঐ সময় সে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করাটা পছন্দ করেনা এবং আল্লাহ্ তাআলাও তার সাথে।

(মসনদে ইবনে রাহভিয়া, ৩য় খন্ড, ৯০৫ পৃষ্ঠা। গীবত কি তাবাহকারীয়াহ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

হারদম ইবলীস পিছে লাগা হে, হেফজে ঈমান কি ইলতিজা হে।
হো করম আমনে রওজে জযা কি, মেরে মাওলা তু খায়তারত দে দে।
রূহ আত্তার কি যব জুদা হো, সামনে জালওয়ায়ে মুস্তফা হো,
ইনকি কদমো মে উছ কো কযা কি, মেরে মাওলা তু খয়রাত দে দে।

اَللّٰھُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ ۝

হে আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও,

یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ ۝

হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা,

بِرَحْمَتِكَ یَآاَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ۝

তোমার দয়ায় আমাদের উপর দয়া কর, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সবুজ পতাকা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, এতে শবে কদরের ব্যাপারে নবী করীম, রউফুর রহীম, মাহবুবে রব্বে আযীম صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ইরশাদকে নকল করেন, যখন শবে কদর আসে তো তখন আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে হযরত জীব্রাইল عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام একটি সবুজ পতাকা নিয়ে অনেক বড় দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরন করেন এবং ঐ সবুজ পতাকা কাবার উপর নাড়তে থাকেন। হযরত জীব্রাইল عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর একশটি পাকা রয়েছে যেখান থেকে শুধুমাত্র দুনি পাকা ঐ রাতে খুলে দেন। ঐ পাকা পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। তারপর হযরত জীব্রাইল عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام ফেরেস্তাদের আদেশ দেন, যে কোন মুসলমান

www.dawateislami.net

আজ রাতে কিয়াম, নামায অথবা আল্লাহ্ তাআলার যিকিরে ব্যস্ত থাকবে, তার সাথে সালাম ও মুসাহাফা কর এবং তার দোয়ার সাথে সাথে আমীনও বল। অতঃপর সকাল পর্যন্ত এইভাবে চলতে থাকে। সকাল হওয়ার পর হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام ফেরেস্তাদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। ফেরেস্তারা আরয করেন: হে জিব্রাইল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কি করলেন? হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام বলেন: আল্লাহ্ তাআলা ঐ সমস্ত লোকদের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। আর চার প্রকারের লোক ব্যতীত সমস্ত লোককে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ঐ চার প্রকারের লোক কারা? ইরশাদ করলেন: "(১) মদ্যপায়ী (২) মা-বাবার নাফরমান (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী (৪) ঐ লোক যে অপরের প্রতি হিংসা রাখে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৯৫)**

দূর্ভাগা লোক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শবে ক্বদর কী পরিমান সম্মানীত রাত। এই রাতে বিশেষ ও সব ধরণের লোকদের ক্ষমা করা হয়, তবে মদ্যপায়ী, মা-বাবার নাফরমানী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং শরীয়তের নিষেদাজ্ঞা পোষনকারী আর এই কারণে পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী এই ব্যাপকহারে ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়।

তাওবা করে নাও

আল্লাহ্ তাআলার কহর ও গযবে কম্পিত হওয়ার জন্য এই কথাই কি যথেষ্ট নয়? শবে কদরের মত বরকতময় রাতে ঐ যে সমস্ত অপরাধীদের ক্ষমা করা হচ্ছেনা তার কেমন অপরাধী? হ্যাঁ! যদি এই সমস্ত গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করা হয় এবং বান্দার হক সমূহ যদি সমাধা করা যায় তো আল্লাহ্ তাআলা দয়া অসীম।

www.dawateislami.net

মাদানী বাহার

আপনার আনন্দ বৃদ্ধির জন্য মাদানী কাফেলার এক বাহার উপস্থাপন করছি; যেমন- টান্ডু আদমের (বাবুর ইসলাম সিন্ধু, পাকিস্তান) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা: আমি প্রায় দুই বছর পর্যন্ত হাতের বাহুর ব্যথার কারণে দুঃচিন্তায় ছিলাম। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছি একবার অফারেশনও করিয়েছি, যে যে ঐষধ খেয়েছি তাতে রোগ বেড়েই চলেছে এবং ব্যথাও একিরকম ভাবে বাড়তে লাগল, আমি ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে গেছি। এই ব্যথাতে হয়ত ক্যান্সার হয়ে যাবে এবং আমার বাহু কেটে ফেলবে। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন ও সুন্নাত প্রচাররের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীকে সব সময় নিরাপদ রাখুব। আমীন ॥ কুয়েটাতে দুই দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা রাখা হয়েছে ২৭/২৮ জমাদিউল উলা ১৪২৫ হিজরী ভাগ্য আমাকে সহায়তা করেছে এবং আমি সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করি। দা'ওয়াতে ইসললমীর অসংখ্য মাদানী কাফেলা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর রত রয়েছে এবং গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় নেকীর দা'ওয়াতের সাড়া পরে যায়। আমি শুনেছিলাম যে মাদানী কাফেলার মধ্যে সফরকারীর দোয়া কবুল হয়ে যায়। আমিও সাহস করলাম এবং কুয়েটা থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের ১২ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফীর হয়ে গেলাম। আল্লাহ্ তাআলার দরদবারে প্রিয মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যম পেশ করে প্রতিধ্বনি করে দোয়া করলাম আর আমি গুনাহগারের উপর দয়া হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে বাহুতে অফারেশন করিয়েছি তার চিহ্ন এখনো রয়েছে কিন্তু ১২ দিনের মাদানী কাফেলার মধ্যে আমার ব্যথার চিহ্ন দূর হয়ে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَكَرَمِهٖ

লুটনে রহমমে কাফেলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো।
জখম বিগড়ে ভরে পুড় পূঁছি মিঠে, গের হো মাচ্ছে ঝড়ি কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার ফরমান:

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا۔	**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যদি বিরত থাকো মহা পাপাচার সমূহ থেকে যেগুলো তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তবে তোমাদের অন্যান্য পাপ আমি ক্ষমা করে দিবো এবং তোমাদেরকে সম্মান জনক স্থানে প্রবেশ করাবো।

সদরুল আফাযিল সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এই আয়াতে মোবারকার ব্যাখ্যা করেন, কুফর ও শিরিক ক্ষমা করা হবেনা যদি ব্যক্তি এর উপর মৃত্যুবরণ করে। (আল্লাহ্‌র পানাহ) বাকী সমস্ত কবীরা ও সগীরা গুনাহ আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার উপর রয়েছে, এদের উপর শাস্তি দিবেনা, ক্ষমা করে দিবে।

(খাযায়িনুল ইরফান, ১৪৯ পৃষ্ঠা, পারা- ৫, সূরা- নিসা, আয়াত- ৩১)

আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজারা মক্কী শাফেয়ী হায়তামী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর লিখা اَلزَّوَاجِر এর উর্দু অনুবাদ। আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এই কিতাবের মধ্যে গুনাহর প্রকারের ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেক ঐ সব কথা ও কাজ অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করেছেন যা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এই কিতাবের মধ্যে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যে উভয় প্রকারের গুনাহর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম খন্ডে কমপক্ষে ২৪০ প্রকারের গুনাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে ৬৭টি গোপনীয় এবং ১৭৩টি প্রকাশ্য গুনাহ্। যেগুলোর মধ্যে কয়েকটা হল শিরকে আকবর, শিরকে আসগক অর্থাৎ রিয়াকারী হিংষা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মগৌরব, চক্রান্ত, মুনাফিক, লোভ, অত্যান্ত লোভী, ধনীদের অট্টালিকার জন্য সম্মান করা গরীবদের দারিদ্রতার জন্য তাচ্ছিল্য করা, অকৃতজ্ঞতা, কুধারণা, গুনাহে অভ্যস্ত, আল্লাহ্ তাআলার গোপন রহস্যের ব্যাপারে ভয়হীন হয়ে যাওয়া, আল্লাহ্ তাআলার রহমত থেকে ভরসাহীন হয়ে যাওয়া, মা-বাবার নাফরমানী, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর মিথ্যা বলা ইত্যাদি। দ্বিতীয় খন্ডে ২২৭ প্রকাশ্য গুনাহর আলোচনা রয়েছে। কবীরা গুনাহর পরিচয় এবং

www.dawateislami.net

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমলের পরিচিতি এবং আল্লাহ্‌র ভয় অর্জনের জন্য এই কিতাবের উভয় খন্ড দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এর মধ্যে রয়েছে। যেখান থেকে পাঠ করা যাবে, ডাউনলোড ও প্রিন্ট আউটও করতে পাবেন। পুরুষ মুবাল্লীগ ও মহিলা মুবাল্লীগাদের বয়ানের জন্য এই উভয় খন্ডের কিতাব খুবই উপকারী।

চাঁন্দ রাতে মাদানী কাফেলায় সফর!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক আশেকানে রাসূল ও আশেকানে রমযান সম্পূর্ণ রমযান মাস বা শেষ ১০ দিন ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করে। আল্লাহ্ তাআলা ইতিকাফ করাটা তার দরবারে কবুল করুন। ইতিকাফ করার সময় কোরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধভাবে পড়ার, নামাযের আমলী তরীকা, জানাযার নামাযের পদ্ধতি, ফরয জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয়। অনেক দোয়াও শিখানো হয়। আশেকানে রমযানের সংস্পর্শে এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী মহলের বরকতে গুনাহ্‌র প্রতি অনুতাপের অশ্রুর প্রবাহিত হওয়ার পর সত্যিকার তাওবা এবং আগামীতে আল্লাহ্ তাআলা ও রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ ও সুন্নাত পূর্ণ জীবন পরিচালনার মাদানী মনমানসিকতা তৈরী করা হয়। জীবনকে গনিমত মনে করে বেশি বেশি মাদানী কাজ সমূহকে সাড়া জাগানোর উৎসাহ হয়। স্মরণ রাখুন! শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু, এই শত্রু কখনো চায়না যে আমরা তাওবার উপর অটল থাকি, গুনাহ তেকে মুখ ফিরিয়ে নেকীপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করি। যদি আমরা চাই যে রমযান মাসের স্মরণ তাজা থাকুক যা কিছু শিখি তা স্মরণও থাকুক এবং এর উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন হয়। তো আমার পরামর্শ হল; চাঁন্দ রাত বা ঈদের দিন থেকে হাতো হাত সফরকারী মাদানী কাফেলায় আশেকানে রাসূলদের সংস্পর্শে আমাদেরও সৌভাগ্য অর্জন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলার দয়ায় আশা করি এই সফরের বরকতে ঈদের দিন মোবারক সময় গুনাহ ভরা সংস্পর্শ থেকে অতিবাহিত করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলার ঘরে অতিবাহিত করার রূহানী প্রশান্তি লাভ হবে এবং মাদানী মহলে স্থায়িত্বের সরঞ্জাম হবে اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ।

www.dawateislami.net